যুগান্তর

তারিখ : 30 OCT 2016
পৃষ্ঠা : ৩ কলাম : ১৬

অভিভাবকদের দৌড়ঝাঁপ

আবার এলো ভর্তি মৌসুম

যুগান্তর রিপোর্ট

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের 'ভর্তি-মৌসুম' আবার এসেছে। প্রতি বছর নভেম্বর-ডিসেম্বরে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কার্যক্রম চলে। এটি সাধারণ প্রক্রিয়া হলেও রাজধানীসহ দেশের প্রধান শহরে নামকরা স্কুলে ভর্তি নিয়ে রীতিমতো অভিভাবকদের মধ্যে দারুণ স্নায়ুচাপ কাজ করে। এ কারণে ভর্তি কার্যক্রমে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত তৎপর থাকে। এরই অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন সরকারি হাইস্কুলে ভর্তি নিয়ে আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির বৈঠক বসছে।

বেসরকারি হাইস্কুলে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফরম বিতরণ

রাজধানীর ৩৫ সরকারি হাইস্কুলে ডিসেম্বরের শুরুতে

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রস্তাবিত নীতিমালায় এবার সব সরকারি হাইস্কুলে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব আছে। এছাড়া গত বছরের মতোই এবারও এসব স্কুলে মোট আসনের ৫৯ শতাংশে কোটায় ভর্তির প্রস্তাব আছে। এগুলো হচ্ছে— 'এলাকা', 'সরকারি প্রাইমারি স্কুল', 'মুক্তিযোদ্ধা', 'প্রতিবন্ধী' এবং 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারী' কোটা। এর মধ্যে প্রথম দুটি কোটা গত বছর নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে। ঢাকা শহরের 'যানজট নিরসনে 'এলাকা কোটা' সৃষ্টির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা ছিল।

জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক মো. এলিয়াছ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, 'কাল (আজ) সরকারি হাইস্কুলে ভর্তির লক্ষ্যে নীতিমালা চূড়ান্ত করতে বৈঠক বসছে। আমরা ইতিমধ্যে একটি খসড়া নীতিমালা তৈরি করেছি। এতে বেশির ভাগ প্রস্তাবনা গত বছরের মতোই। তবে বৈঠকে নতুন কোনো প্রস্তাব এলে তা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।' এদিকে সন্তানের ভর্তি মৌসুমকে সামনে রেখে অনেক বাবা-মায়ের ঘুম হারাম ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

আবার এলো ভর্তি মৌসুম

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

হয়ে গেছে। সন্তানকে পছন্দের স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য অভিভাবকরা এমনিতেই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দৌড়ঝাঁপ করেন। গত বছর থেকে ভর্তিতে 'এলাকা কোটা' অনুসরণ করা হচ্ছে। এ নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে প্রথম বছর মোটামুটি ধোঁয়াশা ছিল। তবে অনেকেই এই কোটাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এর কারণ হিসেবে লালবাগ থানার বাসিন্দা সুমাইয়া খুকু বলেন, 'ঢাকা শহরে যে ক'টি কারণে যানবাহনের প্রবাহ বেশি তার একটি হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক। লালবাগে বসবাস করে কিন্তু উত্তরার রাজউক মডেল কলেজে পড়ে এমন শিক্ষার্থী আছে। আবার উত্তরা থেকে ভিকারুননিসায় বা গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলে পড়ার মতো শিক্ষার্থীও আছে।' তিনি এই নীতিকে আধুনিক বলে মন্তব্য করেন। সরকারি এক হিসাবে দেখা গেছে, প্রতি বছর ঢাকায় গড়ে ২ লাখ শিশু প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। কিন্তু মাত্র ৪০-৪৫ হাজার শিশু পছন্দের স্কুলে ভর্তি হতে পারছে।

অপরদিকে ঢাকা শহরে প্রায় ৪০ হাজার কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুল রয়েছে। এছাড়া তিন শতাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তবে ঢাকায় প্রাথমিক স্তরের ক্ষেত্রে হাইস্কুল সংলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলো অভিভাবকদের কাছে বেশি জনপ্রিয়। সে কারণে ৩৫টি সরকারি হাইস্কুল এবং অর্ধশতাধিক নামকরা বেসরকারি হাইস্কুলে অভিভাবকরা ভর্তি মৌসুমে এক প্রকার হুমড়ি খেয়ে পড়েন। মাউশির তথ্য অনুযায়ী সরকারি হাইস্কুলের মধ্যে মাত্র ১৬টিতে প্রথম শ্রেণী রয়েছে। বাকি স্কুলের কোনোটিতে তৃতীয় বা তার ওপরের বিভিন্ন শ্রেণীতে আসন খালি থাকা সাপেক্ষে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। গত বছর ৩০ নভেম্বর রাতে এসব স্কুলে ভর্তির আবেদন গ্রহণ শুরু হয়। তবে বেসরকারি স্কুলগুলোতে নভেম্বরের মাঝামাঝি শুরু হয় ফরম বিতরণ।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীর বেশকিছু নামকরা স্কুলে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ফরম বিতরণের চিন্তাভাবনা চলছে। এ ব্যাপারে সংবাদপত্রে এবং অনলাইনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কথা জানিয়েছে বিভিন্ন স্কুল।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ ড. শাহানআরা বেগম যুগান্তরকে বলেন, গত বছর আমরা ১৭ নভেম্বর ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু করি। তবে এবার ১৫ থেকে নভেম্বর ছাড়ার সম্ভাবনা আছে। আর ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ সুফিয়া খাতুন বলেন, 'আমরা প্রাথমিকভাবে ১০ নভেম্বর থেকে ফরম বিতরণের কথা ভাবছি। তবে আরও কয়েকদিন পর তারিখ চূড়ান্ত করা হবে।'